গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
কার্যক্রম ও এডিপি শাখা

বিষয়ঃ **"জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (ময়মনসিংহ জোন)"** শীর্ষক প্রকল্পের ওপর অনুষ্ঠিত প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি'র (পিএসসি) সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	মোঃ নজরুল ইসলাম সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ	:	২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
সময়	:	বিকাল ০৩.৩০ ঘটিকা
সভার উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-ক

২. উপস্থাপনাঃ

২.১ সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির সম্মতিক্রমে যুগ্মপ্রধান বলেন যে, ময়মনসিংহ জোনের ১৩৮.৯৪৮ কিলোমিটার জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের নিমিত্ত প্রকল্পটি ৫৬৮.৪২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন। প্রকল্পটির আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ২৩.৫৭%। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি, বাস্তবায়নের সমস্যা এবং সমাধানের উপায় নিয়ে অদ্যকার সভা আহবান করা হয়েছে।

৩. আলোচনাঃ

৩.১ সওজ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সভায় জানান যে, ২০১৫-এর রেইট সিডিউল অনুযায়ী ডিপিপি অনুমোদিত হয়। কিন্তু প্রাক্কলন ২০১৮-এর রেইট সিডিউল মোতাবেক অনুমোদিত হওয়ায় চুক্তি মূল্য ডিপিপি মূল্য হতে বেশী। ২১টি প্যাকেজের ডিপিপি মূল্য ৫৩৪.৯২ কোটি টাকা যার চুক্তিমূল্য ৬০৪.৭৪ কোটি টাকা। ডিপিপি'তে প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে চুক্তিমূল্য প্রায় ৬৯.৮২ কোটি টাকা বেশী। প্যাকেজ ভেরিয়েশন পূর্বক ডিপিপি সংশোধন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সংস্থাকে পরামর্শ দেয়া হয়।

৩.২ টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল-ভরাডোবা-সাগরদিঘী-ভুয়াপুর সড়কটির দৈর্ঘ্য ৪২.১ কিলোমিটার যার মধ্যে ১৬ কিলোমিটার সড়ক সার্ফেস খুবই ক্ষতিগ্রস্থ যা মজবুতিকরণ ব্যতিরেকে শুধুমাত্র বিটুমিনাস কাজ করলে সড়কটি স্থায়ী হবে না। সুতরাং, সড়কের স্থায়ীত্ব বৃদ্ধির জন্য ১৬ কিলোমিটার সড়ক মজবুতিকরণ (ক্ষতিগ্রস্থ পেভমেন্ট মেরামতসহ) করা আবশ্যক। এতে মোট প্রায় ১৬.০১ কোটি টাকা ব্যয় বৃদ্ধি পাবে।

টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল (পোড়াবাড়ি)-শালিয়াজানি-সরিষাবাড়ি সড়কটির দৈর্ঘ্য ২৩.০০ কিলোমিটার যার মধ্যে ১৩.০০ কিলোমিটার মজবুতিকরণের সংকুলান রাখা আছে। সড়কের স্থায়ীত্ব বৃদ্ধির জন্য অবশিষ্ট ৯ কিলোমিটার সড়ক মজবুতিকরণ (ক্ষতিগ্রস্থ পেভমেন্ট মেরামতসহ) করা আবশ্যক। এতে মোট প্রায় ৯.০৪ কোটি টাকা ব্যয় বৃদ্ধি পাবে।

ময়মনসিংহ জেলার ময়মনসিংহ-গফরগাঁও-টোক সড়কের প্যাকেজটিতে মোট কাজের দৈর্ঘ্য ২৭৭৯৮ মিটারের মধ্যে রিজিড পেভমেন্ট ৩০০ মিটার এবং মজবুতিকরণ ২৩৭৭৩ মিটার এবং ৪০২৫ মিটার দৈর্ঘ্যে শুধুমাত্র ওয়ারিং কোর্স ধরা হয়েছিল। যেখানে বর্তমানে ৪০২৫ মিটার দৈর্ঘ্যে মজবুতিকরণসহ বাইন্ডার ও ওয়ারিং কোর্স করা একান্ত প্রয়োজন। তাহাছাড়া ২৩৭৭৩ মিটার সড়কের মধ্যে বিভিন্ন চেইনেজে সাবগ্রেড ফেইল করায় মোট ৮.১০ কিলো মিটার সড়ক রিকনস্ট্রাকশন করা প্রয়োজন। এতে মোট প্রায় ১৫.১২ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাবে। ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর-হালুয়াঘাট-তিনকোণী মোড় সড়কের মোট কাজের দৈর্ঘ্য ২৭০০০ মিটারের মধ্যে রিজিড পেভমেন্ট ১৩৫০ মিটার এবং মজবুতিকরণ ২২৯৫০ মিটার। ২৭০০ মিটার

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

দৈর্ঘ্যে কোন কাজ ধরা ছিল না যেখানে বর্তমানে মজবুতিকরণসহ ওয়ারিং কোর্স করা একান্ত প্রয়োজন। এতে মোট প্রায় ৪.৭৬ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাবে।

কিশোরগঞ্জ জেলার নান্দাইল-আঠারবাড়ী-কেন্দুয়া জেলা মহাসড়কে সাম্প্রতিক অতি বর্ষণ ও মাত্রাতিরিক্ত ভারী যানবাহন চলাচলের ফলে চুক্তির আওতায় ৭.৮০ কিলোমিটার সড়কের অধিকাংশে Top Bituminous সার্ফেসে ক্র্যাক এবং আনডুলেশন সৃষ্টি হয়েছে যার ২.৬৫ কিলোমিটার সড়কাংশের অবস্থা বেশী খারাপ। এতে মোট প্রায় ২.১২ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাবে।

৩.৩ টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল (পোড়াবাড়ি)-শালিয়াজানি-সরিষাবাড়ি সড়কটির পাশে খাল, পুকুড় ও নদীসহ প্রচুর নীচু জায়গা রয়েছে। অনুমোদিত ডিপিপিতে সে অনুপাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ রক্ষাপ্রদ কাজ অন্তর্ভুক্ত নাই। বর্তমানে সাইট এর বাস্তব অবস্থা ও সড়কের স্থায়ীত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় অতিরিক্ত ১০০০ মিটার টো ওয়াল, ৭০০ মিটার ইউ ড্রেন, ২০০০ মিটার আরসিসি প্যালাসাইডিং নির্মাণ করা প্রয়োজন। এতে মোট প্রায় ২.৩৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাবে।

টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল-ভরাডোবা-সাগরদিঘী-ভুয়াপুর সড়কটির বিভিন্ন কি:মি এ বাজার অংশে বৃষ্টির পানি জমে থাকে। উক্ত পানি অপসারণের জন্য অতিরিক্ত ২০০০ মিটার ইউ-ড্রেন প্রয়োজন। বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে অতিরিক্ত ১৮০০ মিটার আরসিসি প্যালাসাইডিং নির্মাণ করা প্রয়োজন । এছাড়া অতিরিক্ত ১২০০ মিটার টো ওয়াল নির্মাণ করা প্রয়োজন। এতে মোট প্রায় ৩.৩৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাবে।

কিশোরগঞ্জ জেলার নান্দাইল-আঠারবাড়ী-কেন্দুয়া জেলা মহাসড়কের উভয় পার্শ্বে পুকুর ও হ্যাচারীর সংখ্যা বেশী হওয়ায় সড়ক বাঁধ রক্ষার্থে উক্ত স্থান সমূহে ১৯০.০০ মিটার আরসিসি প্লেট প্যালাসাইডিং দ্বারা রক্ষাপ্রদ কাজ করা প্রয়োজন। এতে মোট প্রায় ১৩.০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাবে।

ময়মনসিংহ জেলার ময়মনসিংহ-গফরগাঁও-টোক সড়কের উভয় পার্শ্বে অসংখ্য মৎস্য খামার ও জলাশয় থাকায় রক্ষাপ্রদ কাজ ৩৩০০ মিটার বৃদ্ধি পাবে। এতে মোট প্রায় ২.২০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাবে।

ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা-সখিপুর সড়কের ২য় কিলোমিটার-এ বিদ্যমান খিরু সেতুর এ্যাপ্রোচ অনেক উঁচু হওয়ার কারণে সেতুর এ্যাপ্রোচে সড়ক বাঁধের মাটি ধ্বসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ৫০০ মিটার রক্ষাপ্রদ কাজ করা প্রয়োজন। এতে মোট প্রায় ৬৭.৮০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাবে।

৩.৪ টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল (পোড়াবাড়ি)-শালিয়াজানি-সরিষাবাড়ি সড়কটির দুই পাশে খাল, পুকুড় ও নদীসহ প্রচুর নীচু জায়গা রয়েছে। ডিপিপিতে ০.৫৪৭৫ লক্ষ ঘনমিটার মাটির কাজের সংকুলান রয়েছে যা অপ্রতুল। বাস্তব অবস্থার নিরিখে সড়কটিতে অতিরিক্ত ০.৩০ লক্ষ ঘনমিটার মাটির কাজ প্রয়োজন। এতে মোট প্রায় ১.২৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাবে।

টাঙ্গাইল জেলার ভরাডোবা-সাগরদিঘী-ঘাটাইল ভুয়াপুর সড়কটির জন্য ডিপিপিতে ০.৩৬৮২৫ লক্ষ ঘনমিটার মাটির কাজের সংকুলান রয়েছে, বাস্তবতার নিরিখে সড়কটিতে অতিরিক্ত ০.১৮ লক্ষ ঘনমিটার মাটির কাজ প্রয়োজন। এতে মোট প্রায় ৭৩.৮০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাবে।

৩.৫ টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল-ভরাডোবা-সাগরদিঘী-ভুয়াপুর সড়কটির অনুমোদিত ডিপিপি ১৩০০ মিটার দৈর্ঘ্যের রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। বাস্তব পর্যবেক্ষণে অতিরিক্ত ১৫০০ মিটার রিজিড পেভমেন্ট প্রয়োজন। উক্ত দফায় প্রায় ৬.৪৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাবে।

জামালপুর জেলার ইসলামপুর থানা সাব-রেজিস্ট্রার অফিস- হাকিম চেয়ারম্যানবাড়ী-রিশিপাড়া সড়কে অতিরিক্ত ৩০০ মিটার রিজিড পেভমেন্ট প্রয়োজন। উক্ত দফায় প্রায় ১.৬৭ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাবে।

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলা-হোগলা সড়কে ৫৫০ মিটার রিজিড পেভমেন্ট প্রয়োজন। উক্ত দফায় প্রায় ২.৩২ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাবে।

ময়মনসিংহ জেলার ময়মনসিংহ-গফরগাঁও-টোক সড়কের বিভিন্ন কিলোমিটারে গুরুত্বপূর্ণ বাজার এলাকা থাকায় রিজিড পেভমেন্টের পরিমাণ ২০০ মিটার বৃদ্ধি পাবে। উক্ত দফায় প্রায় ১.১১ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাবে।

৩.৬ প্রকল্পের আওতায় চলমান কাজসহ প্রস্তাবিত বর্ধিত কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাপ্তকরণের জন্য প্রকল্প মেয়াদ আরও এক বছর বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হবে বলে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন।

৩.৭ প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি সড়কে পর্যাপ্ত সাইন-সিগন্যালের ব্যবস্থা রাখতে নির্দেশনা দেয়া হয়। সেক্ষেত্রে, শেরপু-ময়মনসিংহ সড়কের সাইন সিগন্যালের অনুকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পরিশিষ্ট আকারে ডিপিপি'তে সন্নিবেশ করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।

৩.৮ ২০১৮ রেট শিডিউল এবং বর্ধিত কাজের জন্য প্যাকেজ ভেরিয়েশনের লক্ষ্যে ডিপিপি সংশোধন করা হলে মোট প্রাক্কলিত মূল্য ৫৬৮.৪২ কোটি থেকে বেড়ে ৭০৭.৫০ কোটি হবে অর্থাৎ ব্যয় বৃদ্ধি পাবে ২৪.৪৬%। এক্ষেত্রে, প্রকল্পটি সংশোধন করতে হলে ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদনের পরে প্যাকেজের ভেরিয়েশন করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।

৪. সিদ্ধান্তঃ

৪.১ কাজের গতি তরান্বিত করে আর্থিক অগ্রগতি বৃদ্ধি করতে হবে;

৪.২ যে সকল প্যাকেজের কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে তা দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে এবং যে সকল প্যাকেজের কাজ এখনও শুরু হয়নি তা দ্রুত টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে কার্যাদেশ প্রদান করতে হবে;

৪.৩ প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিপিপিতে নতুন প্যাকেজ অন্তর্ভুক্ত না করে প্যাকেজ পুনঃবিন্যাস করতে হবে;

৪.৪ প্রকল্পের কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য এ পর্যায়ে ১ (এক) বছর মেয়াদ বৃদ্ধি করা যেতে পারে;

৪.৫ প্রকল্পের আওতায় যতগুলো সড়ক রয়েছে প্রতিটি সড়কে পর্যাপ্ত সাইন-সিগন্যাল স্থাপন করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে, শেরপু-ময়মনসিংহ সড়কের সাইন সিগন্যালের অনুকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পরিশিষ্ট আকারে ডিপিপি'তে সন্নিবেশ করতে হবে; এবং

৪.৬ ২০১৮ রেট শিডিউল এবং বর্ধিত কাজের জন্য প্যাকেজসমূহের ভেরিয়েশনের লক্ষ্যে সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।

৫। অতঃপর আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

০৩/০৭/১৯

(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সচিব
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ